দামুড়হুদার মুন্সিপুর সীমান্তে ৯০ লাখ টাকার সোনার বার উদ্ধার

দামুড়হুদার মুন্সিপুর সীমান্তে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়েছে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি। এ অভিযানে কসটেপে মোড়ানো তিনটি প্যাকেট হতে ১ কেজি ১শ গ্রাম স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে।

গতকাল শুক্রবার দুপুর ৩ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল শাহ মোঃ ইশতিয়াক, পিএসসি এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় দামুড়হুদা থানার অন্তর্গত মুন্সিপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ হতে ভারতে স্বর্ণ চোরাচালান হচ্ছে মর্মে মুন্সিপুর বিওপির জেসিও-৮৬৪৬ নায়েব সুবেদার আলাউদ্দিন বিশ্বাস টহল দল নিয়ে সীমান্ত পিলার ৯২/১০-আর হতে ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সরদারপাড়া নামক এলাকায় মাঠের মধ্যে এ্যাম্বুশ করে।

এসময় বিজিবি সশস্ত্র টহলদল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে উক্ত চোরাকারবারীকে ধাওয়া করলে তাদের নিকট থাকা তিনটি প্যাকেট ফেলে দৌড়ে ভারতে দিকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিজিবি টহলদল উক্ত স্থান হতে কসটেপ দ্বারা মোড়ানো সাদা ও কালো রংয়ের তিনটি প্যাকেট উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত প্যাকেটগুলির মধ্যে হতে ১০ টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এ স্বর্নের বারের মৃল্য প্রায় ৯০ লাখ টাকা। উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের ওজন ১ কেজি ১০০ গ্রাম।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা থানায় মামলা হয়েছে। আটককৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দামুড়হুদায় পুলিশের অভিযানে ৭টি ককটেল সহ ৫জন গ্রেফতার

দামুড়হুদায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে নাশকতা করার চেষ্টাকালে ৭টা ককটেল বোমা সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে দামুড়হুদা উপজেলা সদর ইউনিয়ন পরিষদের ফুটবল মাঠ থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার শওকত আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম টুটুল (৩৮), মুন্সিপুর গ্রামের কুতুবউদ্দিন এর ছেলে তরিকুল ইসলাম (৩৮), পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের আক্কাচ মন্ডলের ছেলে আব্দুল হান্নান (৫৫), বিষ্ণুপুর গ্রামের জবেদ আলী মন্ডলের ছেলে মজিবুল হক (৫২), জয়রামপুর বাগান পাড়ার মৃত আইজ উদ্দিন এর ছেলে আব্দুল মালেক (৪০)।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই সোয়াদ বিন মোবারক, এসআই মিজানুর রহমান, এসআই আসাদুজ্জামান, এসআই মনজুরুল হক, এসআই তাপস কুমার রায়, এএসআই দিরাজ আলী, এএসআই শেখ আবু হানিফ, এএসআই আব্দুল্লাহ আল মামুন, এএসআই আলমগীরসহ সঙ্গীও ফোর্স নিয়ে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ফুটবল খেলার মাঠে কিছু দুষ্কৃতকারী সরকার বিরোধী কর্মকান্ড করার লক্ষে তাহাদের হেফাজতে বিস্ফোরকদ্রব্য বোমা রাখিয়া জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করিতেছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের কাছে একটি ব্যাগের মধ্যে থেকে ৭টি ককটেল বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও ১৫ টি বাসের লাটিসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আরও ২০ থেকে ২৫ জন পালিয়ে যাই। তাদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বিএনপি-জামায়াতের ‘সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের’ প্রতিবাদে দামুড়হুদায় যুবলীগের সমাবেশ

দেশবিরোধী’ বিএনপি-জামায়াতের ‘সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের’ প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দামুড়হুদায় যুবলীগের উদ্যোগে শান্তি মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড চত্বর থেকে মিছিল বের করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের দিক নির্দেশনায় দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ন আহবায়ক এস এম মহসীন ও সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হযরত আলীর নেতৃত্বে মিছিলটি দামুড়হুদা সদর, দেউলী মোড়, চিৎলা, গোবিন্দহুদা, নাপিতখালি, বদনপুরসহ বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড চত্বরে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাশেম মেম্বার, হাসান মেম্বার, মতিয়ার মেম্বার, কামরুল মেম্বার, উপজেলা যুবলীগ নেতা শেখ হাফিজুর বিন শামসের, জাহাঙ্গীর আলম, হায়দার আলী, রফিকুল ইসলাম, হাসান আল বাখার ডলার, জামাত আলী, নাহিদ হোসেন, শাহিন, হেকমত, ফজু, সাইদুর রহমান, স্বপন মালিথা, সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জামিরুল ইসলাম, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক আহবায়ক শাহীন মোল্লাসহ স্থানীয় যুবলীগ নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদায় ভাষা শহীদের স্মরণে

এমআর লজিস্টিকস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

দামুড়হুদায় ভাষা শহীদের স্মরণে এমআর লজিস্টিকস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। দামুড়হুদার ঐতিহ্যবাহী ইয়াংস্টার ক্রিকেট ক্লাবের ২৫ বছর পূর্তী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ডিএফএ) সভাপতি পদপ্রার্থী দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি এমআর লজিস্টিকস বিডি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এখলাছ উদ্দীন সুজনের পৃষ্ঠপোষকতায় শুক্রবার বিকেলে দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি এমআর লজিস্টিকস বিডি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এখলাছ উদ্দীন সুজনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী।

দামুড়হুদা ইয়াং স্টার ক্লাবের আয়োজনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, দামুড়হুদা ইয়াংস্টার ক্লাবের সভাপতি ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক এমরাজ উদ্দিন খোকন ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক শমশের আলী।

দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাব বনাম মোক্তারপুর ক্রিকেট একাদশের মধ্যে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়। টর্সে জিতে দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাব প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ১৪ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৮২ রান সংগ্রহ করে। ৮৩ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে মোক্তারপুর ক্রিকেট একাদশ ১৩ ওভার ২ বলে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৫৮ রান সংগ্রহ করে। ফলে দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাব ২৪ রানে জয়লাভ করে। দামুড়হুদা নিউ স্টার ক্লাবের খেলোয়াড় জয় (গাংনী, মেহেরপুর) ৩ ওভার বল করে মাত্র ৪ রানের খরচায় ৩ উইকেট নিয়ে ম্যান অফ দি ম্যাচ নির্বাচিত হন।

খেলায় আম্পায়ার ছিলেন আবুল বাশার ও মুকিত আহম্মেদ। ধারাভাষ্য দেন ইমরান নাজির লিটন। স্কোরার ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। আজ শনিবার একই সময় একই মাঠে এমআর লজিস্ট্রিকস বনাম স্টুডেন্ট কেয়ার কোচিং

সেন্টার ক্রিকেট একাদশের মধ্যে টুর্নামেন্টের ২য় খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

দামুড়হুদায় প্রকৃতিকে রাঙিয়ে তোলা বসন্তের রুপকন্যা শিমুল বিলুপ্তপ্রায়

গাছে গাছে সবুজ পাতা, মুকুল আর ফুল আর কোকিলের ডাক মনে করিয়ে দেয় বসন্তের আগমনি বার্তা। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে আবহমান গ্রামবাংলার প্রকৃতিকে রাঙিয়ে অনেক ফুল ফুটলেও এখন আর তেমন চোখে পড়ে না রক্তলাল নয়নাভিরাম শিমুল ফুল। কিন্তু কালের বিবর্তনে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার আগুন ঝরা ফাগুনে চোখ ধাঁধানো গাঢ় লাল রঙের অপরূপ সাজে সজ্জিত শিমুল গাছ এখন বিলুপ্তপ্রায়।

এক-দেড় যুগ আগেও দামুড়হুদা উপজেলা বিভিন্ন গ্রামের অধিকাংশ বাড়ির আনাচে কানাচে আর রাস্তার পাশে অনেক শিমুল গাছ দেখা যেত। প্রতিটি গাছে গাছে প্রস্ফুটিত শিমুল ফুলই স্মরণ করিয়ে দিত বসন্তের আগমনী বার্তা। বসন্ত আগমনের এক সঙ্গে প্রকৃতি প্রতিটি গাছেই আসতে শুরু করেছে নতুন পাতা। ইতি মধ্যেই কোকিলের সুমিষ্ট কুহুতালে ফাগুনের উত্তাল বাসন্তী হাওয়া দিচ্ছে দোলা। মুকুল আর শিমুল ফুল দেখে বোঝা যায় শীত বিদায় নিয়ে আসছে ফাগুন। শিমুল গাছের শাখাগুলো বসন্তের আগমনে লাল শাড়ির ঘোমটা পরা গ্রাম্য নববধূর সাজে সজ্জিত হতে দেখা যায়, যা দর্শনে হতাশ প্রেমিকের মনেও জাগিয়ে তোলে আশা। অন্যান্য গাছের তুলনায় শিমুল গাছ অনেক উঁচু হওয়ায় বহু দূর থেকে এ মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ে। কেবল সৌন্দর্যই বিলায় না, শিমুল গাছের রয়েছে নানা উপকারিতা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব।

প্রাকৃতিকভাবে তুলা আহরণের অন্যতম অবলম্বন শিমুল গাছ। এ গাছের সব অংশেরই রয়েছে ভেষজ গুণ। গ্রামে শিমূল গাছ ঔষধি গাছ হিসেবেও পরিচিত। গ্রামাঞ্চলের মানুষ বিষ ফোড়া, আখের গুড় তৈরিতে শিমুলের রস ও কোষ্ঠ কাঠিণ্য নিরাময়ে গাছের মূলকে ব্যবহার করতো।

শিমুল গাছ ৯০ থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং বেশ মোটাও হয়। নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে শিমুল গাছ দেড় শ’ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। শীতের শেষে পাতা ঝরে পড়ে। বসন্তের শুরুতেই গাছে ফুল ফোটে। আর এ ফুল থেকেই হয় ফল। চৈত্র মাসের শেষের দিকে ফল পুষ্ট হয়। বৈশাখ মাসের দিকে ফলগুলো পেকে শুকিয়ে গিয়ে বাতাসে আপনা আপনিই ফল ফেটে প্রাকৃতিকভাবে তুলার সঙ্গে উড়ে উড়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়া বীজ থেকেই এর জন্ম হয়। বালিশ, লেপ ও তোশক তৈরিতে শিমুল তুলার জুড়ি নেই। অথচ বর্তমানে মানুষ এ গাছকে তুচ্ছ মনে করে কারণে অকারণে কেটে ফেলছে।

ইটভাটার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হলেও সেই তুলনায় রোপণ করা হয়নি। ফলে আজ বিলুপ্তির পথে গাছটি। শিমুল গাছ উজাড় হওয়ার ফলে পরিবেশের ওপরে পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। গাছটি নিধনের জন্য একমাত্র ইটভাটাই দায়ী। এ গাছ অনেক উঁচু হওয়ায় কাক, কোকিল, চিল, বকসহ বিভিন্ন ধরনের পাখি বাসা বেঁধে বসবাস করত। এ গাছ উজাড় হওয়ার ফলে এসব পাখিরা আবাসস্থল হারিয়ে পড়েছে অস্তিত্ব সঙ্কটে। গাছ না থাকায় আবাসস্থলের অভাবে ধীরে ধীরে এসব পাখিরাও হারিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামে শিমূল গাছ ঔষধি গাছ হিসেবেও পরিচিত। কিন্তু কালের বিবর্তনে আর আধুনিকতার ছোঁয়ায় তেমন চোখে পড়ে না শিমুল গাছ। প্রতিনিয়ত বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে শিমুল গাছ। যার কারনে গ্রাম বাংলার বুক থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে, অতি চিরচেনা শিমূল গাছ।

দামুড়হুদায় আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে স্থানীয় ডাকবাংলো চত্তরে উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু।

এসময় তিনি বলেন, বিএনপি জামাতের নৈরাজ্য রুখতে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারী শনিবার শান্তি সমাবেশ সফল করতে বিকেল ৩ টার সময় ডাক বাংলো চত্তরে সবাইকে উপস্থিত হওয়ার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন, ভেদাভেদ ভূলে নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ ও মিছিল সফল করতে হবে।

প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজি সহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্মসম্পাদক আজিজুল হক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল হক, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, দামুড়হুদা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাশেম মেম্বার, দপ্তর সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, নাটুদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আ: সালাম। আওয়ামী লীগ নেতা আলফাজ মল্লিক, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্মআহবায়ক সেলিম উদ্দিন বগা, যুগ্ম আহবায়ক এসএম মহাসিন।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আঃ হালিম ভুট্টু। উপজেলা যুবলীগ নেতা হযরত আলী, জাহাঙ্গীর আলম, শেখ হাফিজুর শামসের, হায়দার আলী, হাসান আল বাখার ডলার, নাহিদ, স্বপন, আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের আহবায়ক শাহীন মোল্লা, যুগ্ম আহবায়ক এমএ করিম, ছাত্র লীগ নেতা শেখ সোহেল প্রমূখ।

দামুড়হুদা বাসট্যান্ডে সিমরান স্টোরে চুরি করার সময়

হাতেনাতে যুবক আটক

দামুড়হুদা বাসট্যান্ডে নুরুন্নবী মার্কেটে সিমরান স্টোরে এক ফাইল গোল্ডলিফ সিগারেট চুরি করার সময় চুয়াডাঙ্গা হাতিকাটা’র এক যুবককে আটক করেছে দোকানদার ও স্থানীয় জনগণ। বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে এই চুরির ঘটনা ঘটে।

আটককৃত হলেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাতিকাটা গ্রামের ওসমানগণীর ছেলে রাসেল উদ্দীন (২৬)। সে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ম্যানেজমেন্টের অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র। ১৮ হাজার টাকা জরিমানায় শেষ রক্ষা পায়।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে নূরন্নবী মার্কেটের সিমরান স্টোরে এক ফাইল গোল্ডলিফ সিগারেট চুরি করে ধরা পরে আকিজ গ্রুপের চুয়াডাঙ্গার ডিলার ইনসাফ ট্রেডার্সের মাল ডেলিভারি ম্যান (ডিএসআর) রাসেল। পরে তাকে দামুড়হুদা বাসট্যান্ড বাজার কমিটির মাধ্যমে ১৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এবিষয়ে সিমরান স্টোরের স্বত্বাধিকারী জয়রামপুর শাহপাড়ার ওসমান বলেন, আকিজ গ্রুপের ওই ডেলিভারি ম্যান যেদিন আসে সেই দিনই আমার দোকানে টাকা হারায়, সিগারেট হারায়। আমি তাকে সন্দেহ করি। তাকে দোকানে রেখে আমি টিউবওয়েলে পানি আনতে যাই, তখন এসে দেখি এক ফাইল গোল্ডলিফ সিগারেট আমাকে দেখে রেকের নিচে ফেলে দেয়। কি ফেললো জানতে চাইলে সে অস্বীকার করে। তখন পাসের দোকানে সিসি টিভি ক্যামেরায় রেকর্ডকৃত ভিডিও দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সে সিগারেট চুরি করে ফেলে দিয়েছে। পরে দামুড়হুদা বাসট্যান্ড বাজার কমিটিকে জানানো হলে বিচার করে ১৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, এ বিষয়ে আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদা কার্পাসডাঙ্গা বাজারে জোরপূর্বক দোকান দখলের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে জোরপূর্বক দোকান ঘর দখল, চেয়ার টেবিল ভাংচুর সহ দোকানের মালামাল ফেলে দেবার অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মৎস আড়ৎ এলাকায় মৃত হাফিজ মালিথার ছেলে বিএনপি নেতা আকবত আলী মালিথার সাইকেলের দোকান রয়েছে। যার দোকান নং ৯৩/১। আকবত আলীর দুইটি স্ত্রী। দুই সংসারে তার ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ে। দুই পক্ষেরই দুটি করে ছেলে রয়েছে। আকবত আলীর দোকানের ডানদিকে তার মেজো ছেলের দোকান ও তার বামদিকে ৯৩/২ নং দোকানটি তার আরেক ছেলে আফছার আলী। আফছার আলী এই দোকানটিতে দীর্ঘ বছর ধরে মাছুম সু স্টোর নামে জুতা সেন্ডেলের ব্যাবসা করে আসছেন।

বৃহস্পতিবার তার বাবা আকবত আলী ও তার মেজো ছেলে আনছার আলী হঠাৎ করে আফসার আলীর দোকানের পার্টিশন ভেঙ্গে তা দখল করে নেন। সেই সাথে আফছার আলীর দোকানের চেয়ার টেবিল ভাংচুর সহ দোকানের মালামাল ফেলে দেন।

আফছার আলী জানান তার বাবার দুইটা বিয়ে। দুই সংসারে তারা ৪ ভাই ৩ বোন।তিনি তাকে সহ আরেক ভাইকেও দোকানের পজিশন বুঝে দেন।সেই সাথে তিনি নিজের জন্যও একটি বড় দোকান রেখে দেন।দোকান গুলি

৪ ভাই এর নামে লিখে দেবার কথা।আমি বলেছি প্রয়োজনে আপনি সব দোকান একা নেন কিন্তু সকল ভাই এর নামে সমবন্টন করে দেন। যাতে ভবিষ্যতে সকলে এখানে অধিকার পাই। কিন্তু এখন তিনি চক্রান্ত করে তাকে ফাঁকি দেবার উদ্দশ্য বাকি ৩ ছেলেকে দেবেন বলে হঠাৎ করে আজ দোকানের পার্টিশন ভেঙ্গে তা জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছেন ও চেয়ার টেবিল ভাংচুর সহ দোকানের মালামাল ফেলে দিয়েছেন।যাতে করে তার প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন হয়েছে।

তিনি আরো জানান তিনি দীর্ঘদিন ধরে সংসারে হাল ধরে আছেন । পিতা মাতা সহ ভাই বোনদের দেখা শোনা করে আসছেন,তাদের ওষুধপত্র সব

কিনে দেন।তারপরও ১৫ ফুট চওড়া ২৮ ফুট লম্বা এ দোকানগুলোর মধ্য ইতিমধ্যই মেজো ছেলে আনছার ১০ ফুট দখল করে ব্যাবসা করছে আসছে একবার ব্যাবসার ৬০ হাজার টাকা নিয়ে বরিশাল পালিয়ে যায়।ভাই বোন কারো দেখাশোনা করেনা।বরং সে বাড়ি এসে দোকান দখল সহ তাকে প্রতিনিয়ত হুমকি ধামকি দিচ্ছে।এ বিষয়ে আফছার কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক সমিতিতে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে তার পিতা আকবত আলী মালিথার সাথে কথা বললে তিনি দোকান নিয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজী হননি।

দামুড়হুদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

দামুড়হুদায় ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভা কক্ষে এই প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা বেগম, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা পাট অফিসার রিয়াজুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি লুৎফুল কবির, পার কৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিনসহ

উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যান বৃন্দ।

দামুড়হুদায় লোকমোর্চার উদ্যোগে ডায়ালগ ও লবি সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় লোকমোর্চার উদ্যোগে ডায়ালগ ও লবি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচি প্রকল্প (এসপিপিএস) এর আওতায় পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সদস্যগণ, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম এর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা প্রদানের যাচাই-বাছাই কমিটিতে লোকমোর্চার প্রতিনিধি যুক্ত করণ ও ভাতার দাবী নিয়ে ডায়ালগ ও লবি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইউনুছ আলীর সভাপতিত্বে সভার প্রধান অতিথি ছিলেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম।

এসময় চেয়ারম্যান লোকমোর্চা প্রতিনিধিদের ভাতা প্রদান যাচাই-বাছাই কমিটিতে যুক্ত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে সঠিক তালিকা তৈরি করে ইউপি সদস্যদের কাছে প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের সকল ইউপি সদস্যগণ, লোকমোর্চার প্রতিনিধি, সাংবাদিকবৃন্দ এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সমন্বয়কারী আনিসুর রহমান, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সাইফুর রহমান ও প্রোগ্রাম অফিসার ফরহাদ হোসেন প্রমূখ।